



# ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি

## ১৯৬৩-২০১৩

ওয়াসা

## ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ



রাষ্ট্রপতি  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ  
ঢাকা  
২১ অগ্রহায়ণ ১৪২০  
০৫ ডিসেম্বর ২০১৩

বাণী

ঢাকা ওয়াসা তার প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আনন্দময় এ ক্ষেত্রে আমি ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও গ্রাহকবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

রাজধানীবাসীর সার্বক্ষণিক পানির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা পয়ঃ ও ড্রেনেজ সেবাও প্রদান করে যাচ্ছে। রাজধানীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পানির চাহিদা পূরণ ঢাকা ওয়াসার জন্য একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। আশার কথা যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা ওয়াসা গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানির উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়ে সংকট সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকসেবার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ঢাকা ওয়াসা আগামী দিনগুলোতে গ্রাহকদেরকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

আমি ঢাকা ওয়াসার কার্যক্রমের উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

### 50 Years of Dhaka WASA and Turnaround Program

Engr. Taqsem A Khan  
Managing Director

"The Dacca Water Supply and Sewerage Authority" (WASA) started working since its inception in 1963 as an autonomous body under 'East Pakistan Ordinance No. XIX of 1963' with the mandates to ensure water supply, disposal of sewage (wastewater), storm water drainage and solid waste management. This year we are celebrating the 50th glorious year of WASA. In these long runs of 50 years 3 more WASAs have been added. They are Chittagong WASA, Khulna WASA and Rajshahi WASA. Dhaka WASA reorganized to introduce corporate management under WASA Act of 1996 to provide quality services to Dhaka and Narayanganj City Corporation. Dhaka is one of the flourishing and congested Mega cities in the world with more than 16 million populations. The density of population per sq kilometer in Dhaka city is 30,000 which are 15 times higher than an usual Mega city. The rapid expansion of the city created demands of different civic amenities in many folds. Ensuring water, sewerage and drainage facilities for such a Mega city is a huge challenge.

In 2010 "Dhaka WASA Turn Around Program" has been initiated to ensure the sustainability, large investment, shifting under ground water to surface water and finally make Dhaka WASA a profitable utility service organization.

The Turn Around Program covers infrastructural improvement, institutional reform for capacity building; cost effective management for increase revenue earning; change in mind setup by ensuring transparency, accountability and chain of command; inclusive approach by initiating programs for low income community and customer service excellence.

The DWASA has four surface water treatment plants which are contributing to environment friendly water supply system. Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the Saidabad Water Treatment Plant Phase-II on 13 December 2012 at the latest. Besides, DWASA has 651 deep tubewells and 3036 kilometers length of water line. With all these facilities DWASA is able to cover more than 93 percent population under water coverage network.

The DWASA has 10 kilometers length of box culvert, 295 kilometers of storm sewerage line and 65 kilometers of open channel. Canal rehabilitation and recovery is contributing to ease the water logging in the city.

DWASA is also managing the Hatirjheel Water balancing system during heavy rain and dry season. This system is useful in mitigating the flash flood during heavy rain.

To ensure the proper disposal of sewage and solid waste management, DWASA has established a modern sewerage treatment plant and 27 sewer lift stations. Besides, it had developed 882 kilometer length of sewer line.

As part of the institutional reform for capacity building, DWASA has developed skilled trainers for providing all sorts of training relating to water and sewerage utility. It has expanded its training program to other water and sewerage utilities in the country.

Benchmarking and performance improvement planning, supported by the Water and Sanitation Program (WSP) of the World Bank is contributing to strengthen the capacity of DWASA. Benchmarking is an effective tool of monitoring, techniques for analyzing the out comes and shows the past status, present condition and future direction.

The DWASA management successfully created an enabling environment for utilizing the best efforts of Collective Bargaining Agent (CBA) and shifting from anti-customer mind setup to pro-customer mind setup.

The DWASA is able to increase the revenue earning through a cost effective management system. It is possible due to outsourcing of service delivery system and placement of appropriate persons in the right place.

DWASA maintains an inclusive approach to bring low income community under its service delivery network. As part of this initiative it has initiated Low Income Community (LIC) unit both at central and zone level. A good number of development partners including ADB, WB-WSP, WaterAid, Unicef, WSUP, Vitens international, DSK, PSTC, SJP etc are working in LIC to provide services for marginalized people in the city. This project helped reducing the Non-Revenue Water (NRW) significantly.

DWASA gives the topmost priority for the customer satisfaction. 100% automation of accounting system, call center, GIS system, paperless billing system are some of the major initiatives which are contributing for ensuring customer satisfaction.

DWASA Turn Around Program has already yielded significant results. These are-

- ◆ The production of water is higher than demand.
- ◆ Operating ratio has come down to 0.66 from 0.90
- ◆ Billing and collection ratio is more than 95%.
- ◆ The NRW is reduced to 26% from 40%.
- ◆ Increase of revenue income to Taka 8.5 Billion in 2012-13 fiscal year from Taka 4.4 Billion in 2008-09 fiscal year.
- ◆ Recognition of achievement by getting "Water Performer of the Year 2011" award during Global Water Summit, held in Berlin in April 2011.
- ◆ Organizational sustainability is ensured as there is no outstanding with Bangladesh Government.

The DWASA has achieved remarkable improvements and replication of these successes in other water and sewerage utilities in the country would play a vital role to make overall positive changes in water and sewerage utility services.



প্রধানমন্ত্রী  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
২১ অগ্রহায়ণ ১৪২০  
০৫ ডিসেম্বর ২০১৩

বাণী

ঢাকা ওয়াসার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি এর কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

ঢাকা ওয়াসা রাজধানীর দেড় কোটি মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পয়ঃ ও ড্রেনেজ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার রাজধানীতে পানির বিদ্যমান সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়। ২০১০ সালে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-২ এর নির্মাণ কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসে এ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা ওয়াসা এই প্রথমবারের মত রাজধানীবাসীর চাহিদার অতিরিক্ত পানি উৎপাদন করেছে। পরিবেশগত কারণে পানি উত্তোলনের জন্য আমরা ডু-গর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ক্রমেই ডু-পারিস্থ উৎসের দিকে আরও বেশি অগ্রসর হচ্ছি। পদ্মা ও মেঘনা নদী থেকে পানি এনে রাজধানীতে সরবরাহের লক্ষ্যে সম্প্রতি একনেকে দু'টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা বস্তিবাসীদের বৈধভাবে পানি সংযোগ প্রদানসহ ২০১৫ সালের মধ্যে রাজধানীর সকল বস্তিতে নিরাপদ পানি সরবরাহের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

পয়ঃ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নেও সরকার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দখল হয়ে যাওয়া খালগুলো পুনরুদ্ধারে ঢাকা ওয়াসার সহায়তায় জাতীয় টার্কফোর্স নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ঢাকাকে উন্নত অবকাঠামোসম্পন্ন একটি পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিণত করতে ঢাকা ওয়াসার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি ঢাকা ওয়াসার চলমান এবং ভবিষ্যৎ সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



মন্ত্রী  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও  
সমন্বয় মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। রক্ত জয়ন্তীর এ শুভক্ষেত্রে আমি ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই রাজধানীবাসীর পানির সংকট সমাধানে আমরা দ্রুত বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সরকারের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যকর সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। ঢাকা ওয়াসা বর্তমানে রাজধানীর পানির চাহিদার পুরোটাই পূরণ করতে পারছে। সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রেও আগের চেয়ে পরিষ্কৃতির অনেক উন্নতি হয়েছে। পুরনো পাইপ লাইন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে ক্রমেই রাজধানীর সকল এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ঢাকা ওয়াসার বর্তমান প্রশাসন অত্যন্ত দ্রুততা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যোষিত 'দিন বদলের সনদ' বাস্তবায়নে ঢাকা ওয়াসা তার অবস্থান থেকে যা করণীয় তা-ই করবে বলে আমার প্রত্যাশা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের সাথে সাথে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ঢাকা ওয়াসা তার গ্রাহকবৃন্দকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। ঢাকা ওয়াসার এ পথ চলা সফল হোক।

আমি ঢাকা ওয়াসার সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম.পি



চেয়ারম্যান  
ঢাকা ওয়াসা বোর্ড

বাণী

ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি ঢাকা ওয়াসার সম্মানিত সকল গ্রাহককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঢাকা ওয়াসা নাগরিক জীবনের একটি অপরিহার্য সেবামূলক বাণিজ্যিক সংস্থা। চার'শ বছরের পুরনো আমাদের ঐতিহ্যবাহী ঢাকা শহর। বিস্তৃত পানি সরবরাহের মাধ্যমে এ শহরের দেড় কোটি নাগরিকের সুস্থ জীবন-যাপন নিশ্চিত করার দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার উপর ন্যস্ত। মহানগরীর পয়ঃনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ সেবা প্রদানের দায়িত্বও ঢাকা ওয়াসা পালন করে যাচ্ছে। ৫০ বছরের পথ পরিক্রমায় ঢাকা ওয়াসা আন্তরিকভাবে এসব দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছে।

রাজধানীর পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢাকা ওয়াসার সেবা এলাকা দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে আমরা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কিছু বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছি। নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা পানি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছি। আশার কথা যে প্রতিষ্ঠার ৫০তম বছরে এসে ঢাকা ওয়াসা রাজধানীর মোট চাহিদার অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরা রাজধানীবাসীকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমি ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে ৫০ বছর পূর্তির শুভেচ্ছা জানাই। এ প্রতিষ্ঠানে নিরলস ও আন্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্যও তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি ঢাকা ওয়াসার উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

প্রকৌশলী মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ



সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও  
সমন্বয় মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) তার পঞ্চদশ ৫০ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন সেবা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসার সাম্প্রতিক সাফল্যসমূহ ৫০ বছর পূর্তি এ ক্ষণকে আরও তাৎপর্যময় করেছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সেবাব্যমী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজধানী ঢাকার ক্রমবর্ধমান নাগরিক সেবা পূরণ ঢাকা ওয়াসার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দক্ষ, সং ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঢাকা ওয়াসা সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে যুগোপযোগী সেবা প্রদানে ঢাকা ওয়াসার সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। নগরবাসীর পানির চাহিদা অনুসারে যথাযথ সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার পাশাপাশি উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ঢাকা ওয়াসা এক নতুন দিগন্তে প্রবেশ করেছে। পরিবেশ-বান্ধব পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ঢাকা ওয়াসা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যেসব প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি তার লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। সর্বোচ্চ নাগরিক সেবা প্রদানে ঢাকা ওয়াসার সার্বক্ষণিক তৎপরতার জন্য আমি ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি ঢাকা ওয়াসার সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করি।

আবু আলম মোঃ শহিদ খান



ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ঢাকা ওয়াসা

বাণী

ঢাকা ওয়াসা প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি ঢাকা ওয়াসার সকল সম্মানিত গ্রাহককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিগত ৫০ বছরে ঢাকা ওয়াসা প্রশাসন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আমাদের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৫০ বছরের পথ পরিক্রমা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। উল্লেখ্য যে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দীর্ঘ সময় ঢাকা ওয়াসা কোন পুনর্গঠন ছাড়াই একটি একক এবং স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা মহানগরী এবং নারায়ণগঞ্জের দেড় কোটির বেশি মানুষকে নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। পাশাপাশি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা পয়ঃ ও ড্রেনেজ সেবাও প্রদান করে যাচ্ছি। রাজধানীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদেরকে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করতে হয়েছে। ২০১০ সালের এপ্রিল মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তিগতর স্থাপনের মধ্য দিয়ে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প-ফেজ ২ এর কাজ শুরু হয়। সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা ও আমাদের নিরবিচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের বেশ আগেই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয়। আশার কথা যে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা তার ইতিহাসে প্রথমবারের মত মোট চাহিদার অতিরিক্ত পানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে।

পরিবেশ-বান্ধব পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আমরা ক্রমেই ডুপারিস্থ উৎসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পদ্মা ও মেঘনা নদী থেকে রাজধানীর জন্য দৈনিক যথাক্রমে ৪০ কোটি ও ৫০ কোটি লিটার পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক একমুখী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার মোট উৎপাদিত পানির শতকরা ২২ ভাগ ডুপারিস্থ উৎস থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। ২০২০ সালের মধ্যে আমরা শতকরা ৭০ ভাগ পানি ডুপারিস্থ উৎস থেকে উৎপাদন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সরবরাহকৃত পানির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে রাজধানীর সকল পানির পাইপলাইন প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। রাজধানীর নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীকে বৈধ সংযোগের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সেবা প্রদানেও আমাদেরও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে 'Digital WASA, Green WASA' প্রোগ্রাম সামনে রেখে আমরা ঢাকা ওয়াসার সকল স্তরে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় করেছি। সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের সময় ও শ্রম সাশ্রয়ে আমরা 'রিমোটাইন অনলাইন বিলিং' চালু করেছি। গ্রাহকদের সুবিধার্থে আমাদের সার্বক্ষণিক গ্রাহক সেবা 'ওয়াসা লিংক-১৬১৬২' কাজ করে যাচ্ছে। 'আমরা সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দের সেবক' ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির মানসিকতায় এই পরিবর্তন আনতে বর্তমান ওয়াসা প্রশাসন আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা ২০১০-২০১৩ কর্মসূচী'র মাধ্যমে আমরা উন্নততর সেবা প্রদানের পাশাপাশি ঢাকা ওয়াসা প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছি। উন্নত অবকাঠামোসম্পন্ন রাজধানী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রক্ত জয়ন্তীর এ শুভক্ষেত্রে আমি ঢাকা ওয়াসার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিকে তাদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আন্তরিক দায়িত্ব পালনে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকৌশলী তাকসিম এ খান



‘শান্তি’ ঢাকা ওয়াসা উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটার - ‘শান্তি’ পান করুন, সুস্থ থাকুন  
পানি সরবরাহ ও পয়ঃসেবা সম্পর্কে জানতে বা কোন অভিযোগ জানাতে ‘ওয়াসা লিংক-১৬১৬২’-এ ফোন করুন

